ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 151 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১৫১ ● কলকাতা ● ২১ জৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ● শুক্রবার ● ০৫ জুন ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

শওকত মোল্লার বাড়িতে এনআইএ, আটক প্রাক্তন বিধায়কের ছেলে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সাতসকালেই ভাঙড়ের দাপুটে তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লার বাড়িতে এনআইএ। তাতেই জোর চাপানউতোর। ভোটের আগে ভাঙড় বিধানসভার চালতাবেড়িয়ার দক্ষিণ বামুনিয়া গ্রামে বোমা বিস্ফোরণের খবর শোরগোল পড়ে গিয়েছিল রাজনৈতিক আঙিনায়। একজনের মৃত্যুর খবরও মেলে। এ ঘটনাতেই আগে থেকেই পুরোদমে তদন্ত চালাচ্ছিল এনআইএ।এদিকে বুধবারই 'বড়দিন' হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। ভেঙে ছত্রখান হয়ে গিয়েছে গোটা দলটাই। বিগত কয়েকদিনের একটানা টানাপোড়েনের পর শেষ পর্যন্ত বুধবার স্পিকারের গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার চেয়ারে বসেছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বসেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এককালের তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। এই ঋতব্রতর সঙ্গেই আবার বুধবার রাতে দেখা করেন শওকত মোল্লা। সূত্রের খবর, ঋতব্রতর সঙ্গে বিধানসভায় মিনিট দশেক কথা হয় শওকতের। কথা হয় রাজ্য রাজনীতির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে। কথা বলেন বিরোধী দলনেতার ঘরেই। আচমকা শওকত-ঋতব্রত সাক্ষাৎ নিয়েও রাজনৈতিক মহলে চলছে চর্চা।এবার নতুন করে তদন্তে বেড়েছে গতি। সূত্রের খবর, সেই ঘটনার তদন্তেই এদিন শওকতের বাড়িতে হানা দেয় এনআইএ।

তদন্ত শুরুর পর ভোটের ঠিক আগের দিন গ্রেফতার করা হয়েছিল আর এক দাপুটে তৃণমূল নেতা ওহিদুল মোল্লাকে। তারপরই শওকতকে নিয়ে চর্চা শুরু হয়ে যায়। অবশেষে এদিন ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন বিধায়কের মৌখালির বাড়িতে চলে গেল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। সূত্রের খবর, বাড়িতে নেই শওকত। আটক করা হয়েছে শওকত মোল্লার ছেলে ইমরানকে। তাঁকে সঙ্গে নিয়েই মৌখালির বিভিন্ন প্রান্তে ঘোরেন তদন্তকারীরা।

পর্ব 310

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

হঠাৎ আমার গুরুদেবের কথা স্মরণ এলো, "তোমার দেওয়ার ক্ষমতার উপরই তোমার পরমাত্মা থেকে প্রাপ্ত হয়।"

সত্যি সত্যি। প্রকৃতিতে দেখ তো প্রকৃতি সবাইকে দিতেই থাকে। মেঘ জল দেয়। ছোট নদী বড় নদীকে, বড় নদী সমুদ্রকে জল দেয়। কোথাও মেঘ পৃথিবীকে জল দেয়।

ক্রমশঃ

তেঁতুল কিনতে গিয়ে নিখোঁজ, খড়গপুর থেকে উদ্ধার নাবালক; প্রশংসায় গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

নাবালক নিখোঁজের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যখন উদ্বেগে প্রহর গুনছিল একটি পরিবার, তখন দ্রুত পদক্ষেপ করে মানবিকতার নজির গড়ল গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ। অভিযোগ পাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে নিখোঁজ নাবালককে উদ্ধার করে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ায় পুলিশের ভূয়সী প্রশংসা করছেন এলাকার মানুষ। পুলিশের তৎপরতায় স্বস্তি ফিরেছে পরিবারে, কেটেছে অনিশ্চয়তার কালো মেঘ।

জানা গিয়েছে, গোপীবল্লভপুর থানা এলাকার একটি পরিবারের ফুচকার দোকান রয়েছে। মঙ্গলবার সকাল প্রায় ৬টা নাগাদ ঠাকুমার কথামতো ওই নাবালক গোপীবল্লভপুর বাজারে তেঁতুল কিনতে বাড়ি থেকে বের হয়। কিন্তু দীর্ঘ সময় কেটে যাওয়ার পরেও সে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো সন্ধান না মেলায় মঙ্গলবার দুপুরে গোপীবল্লভপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গোপীবল্লভপুর থানার আই.সি অজয় কুমার সিং-এর নেতৃত্বে পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে। নাবালকের সন্ধানে একাধিক টিম গঠন করা হয় এবং সম্ভাব্য বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী থানাগুলিকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়, যাতে দ্রুত নাবালকের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। পুলিশের ধারাবাহিক তল্লাশি ও নজরদারির জেরে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর থানার সানকুয়া এলাকার জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকা থেকে ওই নাবালককে উদ্ধার করা হয়। এরপর তাকে নিরাপদে থানায় নিয়ে এসে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।বুধবার উদ্ধার হওয়া নাবালককে ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে পেশ করা হলে মহামান্য বিচারক তাকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির (C W C) তত্ত্বাবধানে দেওয়ার নির্দেশ দেন। পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির পক্ষ থেকে নাবালককে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশের দ্রুততা, পেশাদারিত্ব এবং মানবিক ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এলাকার বাসিন্দারা। সময়মতো পদক্ষেপ না হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারত বলে মনে করছেন অনেকে।

মমতাকেই দলনেত্রী মানছেন বিদ্রোহী বিধায়কদের একাংশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই মোহভঙ্গ! এবার তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়কদের একাংশের মধ্যেই ভিন্নসুর। যার ফলে বিপাকে পড়ল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় - সন্দীপন সাহাদের 'নতুন তৃণমূল'। গতকাল, বুধবার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, 'আমি একটা কথা স্পষ্ট ভাবে বলে দিতে চাই, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। আর এইভাবে 'নতুন তৃণমূল'-এর যাত্রা শুরু হওয়ার মুখেই হোঁচট খেতে দেখে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে। আমরা চাই, উনিই আমাদের পরামর্শদাতা হোন। আমাদের পরিষদীয় দলকে পরামর্শ দিন। উনি থাকলে আমরা ভাল কাজ করতে পারব। অষ্টাদশ বিধানসভার সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরদূরান্তে কোনও সম্পর্ক নেই।' গতকাল, ঋতব্রতের এই বক্তব্যকে বিদ্রোহী বিধায়করা সমর্থন করলেও আজ, বৃহস্পতিবার উলটপুরাণ। 'পরামর্শদাতা নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই আমাদের নেত্রী। ওনাকে নেত্রী হিসেবেই দেখতে চাই।' এদিন এমনটাই জানিয়েছেন পাঁচলার তৃণমূল বিধায়ক গুলশন মল্লিক। তাঁর দাবি, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেত্রী হিসেবে না মানা হলে আমাদের অন্য চিন্তাভাবনা করতে হবে।' গুলশনের বক্তব্যে এটা স্পষ্ট, তাঁরা

এরপর ৩ পাতায়

ভেঙে খানখান সাধের দল! 'বিদ্রোহী'দের ফেরাতে জনে জনে ফোন করছেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশের পরই বদলে গিয়েছে ছবি। একসময়ে নিজে হাতে তৈরি করা তৃণমূলই আজ ভেঙে খানখান। যাঁরা একদা তাঁকে ঘিরে থাকতেন, তাঁদের বেশিরভাগই এখন 'আসল তৃণমূলে'র সদস্য। এই পরিস্থিতিতে আরও একবার দলকে জোটবদ্ধ করতে তৎপর তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এদিকে, বিরোধী দলনেতা হওয়ার পর ৫৮ জন বিধায়ককে নিয়ে এদিন রাজ্য বিধানসভায় বৈঠক করেন ঋতব্রত

বন্দ্যোপাধ্যায়রা। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে ঋতব্রত বলেছিলেন, সাধারণ মানুষের স্বার্থে বিরোধিতা চলবে। তারপর এদিনের বৈঠকের পর দলীয়

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

ভেঙে খানখান সাধের দল!
'বিদ্রোহী'দের ফেরাতে জনে জনে ফোন করছেন মমতা

কর্মীদের হেনস্তার অভিযোগ জানাতে শিউলি সাহা, সাবিনা ইয়াসমিন, জাভেদ খান, সন্দীপন সাহাদের নিয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজির কাছে যান। শুক্রবার বেলা ১১টা নাগাদ সন্দীপন সাহার বাড়ি যাবেন ঋতব্রত। ওইদিন মমতার কালীঘাটের বাড়ির বৈঠকে কতজন বিধায়ক যান, সেদিকেও নজর রাখছে টিম ঋতব্রত।সূত্রের খবর, ঘরে ফেরাতে একাধিক 'বিদ্রোহী'কে নাকি ইতিমধ্যে ফোন করেছেন তিনি। যদিও কী কথাবার্তা হয়েছে, সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।

সূত্রের খবর, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর দিনাজপুরের একাধিক জয়ী বিধায়ককে নাকি ফোন করেছেন তৃণমূলনেত্রী। এঁদের মধ্যে অনেকেই নাকি বুধবার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজ্য বিধানসভায় গিয়েছিলেন। তারপরই নাকি বৃহস্পতিবার তৃণমূলনেত্রীর ফোন পান তাঁরা। ফোনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতা তাঁরা করেছেন কিনা, সে বিষয়ে অবশ্য কিছুই স্পষ্ট নয়। জানা গিয়েছে, শুক্রবার কালীঘাটে বৈঠক ডেকেছেন মমতা। বিধায়কদের সেখানে ডাকতে চাইছেন। সেই কারণেই ফোন বলেও সূত্রের খবর। কিন্তু ক'জন আদৌ যাবেন তা নিয়ে রয়েছে সংশয়। বলে রাখা ভালো, এর আগে মমতার ডাকা একাধিক কর্মসূচিতে সিংহভাগ বিধায়ককেই গরহাজির থাকতে দেখা গিয়েছে।

(২ পাতার পর)

মমতাকেই দলনেত্রী মানছেন বিদ্রোহী বিধায়কদের একাংশ

বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ। বিদ্রোহ দেখিয়ে, তৃণমূল সুপ্রিমোর নির্দেশ না মেনে নিজেদের মতো করে পরিষদীয় দল গঠন করেছেন ৫৮ জন বিধায়ক। কিন্তু তাঁদের নেত্রী মমতাই। তাঁর বাইরে কাউকে নেতা মানতে নারাজ। এদিন সেই বিষয়েও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন গুলশন মল্লিক। সূত্রের খবর, এদিন এমএলএ হস্টেলে হাওড়ার বেশ কয়েকজন বিধায়ক বৈঠকে বসেছিলেন। তার মধ্যে ছিলেন পাঁচলার গুলশন মল্লিক, মধ্য হাওড়ার অরূপ রায়, বাগনানের অরুণাভ সেন, উদয়নারায়ণপুরের সমীর পাঁজা। সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, পরামর্শদাতা নয়, নেত্রী হিসেবে মমতাকেই চাই। তার অন্যথা হলে আলাদা চিন্তাভাবনা করবেন বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন বিদ্রোহী বিধায়কদের একাংশ। এই একই বক্তব্য রেখেছেন সিতাইয়ের তৃণমূল বিধায়ক সঙ্গীত রায় বসুনিয়াও।

২০ মিনিটে বহিষ্কার 'অবৈধ', সংখ্যার জোরেই বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধানসভার অন্দরে চলা নজিরবিহীন 'সই-কাণ্ড' এবং তার জেরে মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত হওয়া বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় কীভাবে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে 'আসল তৃণমূল' তৈরি করে বিরোধী দলনেতা হয়ে গেলেন? কেনই বা খোদ তৃণমূলের দেওয়া বিরোধী দলনেতার নিজস্ব প্রস্তাব পত্রপাঠ খারিজ হয়ে গেল?এই দুই বিধায়কের করা 'জাল সই-কাণ্ডের' অভিযোগের ওপর ভিত্তি

করেই এবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্য কয়েকজন তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু

এরপর ৫ পাতায়

রাজ্যসভার ১১ আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা বিজেপির, কারা টিকিট পেলেন?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নয়াদিল্লি: আগামী ১৮ জুন ১০ রাজ্যের ২৪ রাজ্যসভা আসনে ভোট। ওই ভোটের জন্য আজ বৃহস্পতিবার (৪ জুন) প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে বিজেপি। দলের কেন্দ্রীয় সংসদীয় নির্বাচন সমিতির বৈঠকে মোট ১০ প্রার্থীর নামে সিলমোহর দেওয়া হয়। পাশাপাশি ওড়িশার একটি আসনের উপনির্বাচনেরও প্রার্থির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। শরিকি নির্ভরতা কমাতে সংসদের উচ্চকক্ষে নিজেদের শক্তি বাড়াতে কোমর কষে ঝাঁপিয়েছেন বিজেপির শীর্ষ নেতারা। রাজ্যসভার প্রার্থী বাছাই করার ক্ষেত্রে মূলত দক্ষ ও যোগ্য সংগঠকদেরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তরুণ চুঘ, রজনীশ আগরওয়ালদের মতো ঝানু ও পোড়খাওয়া নেতাদের প্রার্থী হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। বিজেপির ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী, অরুণাচল প্রদেশের একমাত্র আসনে পদ্ম শিবিরের প্রার্থী হয়েছেন তাই তাগাক। গুজরাতের চারটি আসনে ভোট নেওয়া হবে। ওই চার আসনে দলের প্রার্থী হয়েছেন, রাজু ভাই শুক্লা, মুকেশভাই রাঠোয়া, মানসিংহ পারমার এবং জিতেন্দ্র মেঘঝিভাই কাঞ্জারিয়া। মধ্যপ্রদেশের দুই আসন থেকে লড়ছেন তরুণ চুঘ ও রজনীশ আগরওয়াল। মণিপুরের একমাত্র আসন থেকে লড়ছেন এ শারদা দেবী। রাজস্থানে প্রার্থী হয়েছেন অলকা গুর্জর ও দলের রাজ্য সভাপতি সতীশ পুনিয়া।

১০ রাজ্যের ২৪টি রাজ্যসভা আসনের পাশাপাশি ওড়িশার একটি আসনে ১৮ জুন উপনির্বাচন হবে। কয়েকদিন আগেই বিজু জনতা দলের সাংসদ দেবাশিস সামন্ত রায় সদস্যপদে ইস্তফা দিয়েছিলেন। বিজেডি ছেড়ে বিজেপিতে নাম লিখিয়েছেন। যে কারণেই উপনির্বাচন হচ্ছে। ওই আসনে দলত্যাগী দেবাশিস সামন্ত রায়কেই ফের প্রার্থী করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

শ্রী হরদীপ সিং পুরী প্রথম যাত্রীবাহী ফ্লেক্স ফুয়েল গাড়ির যাত্রার সূচনা করেছেন

পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী শ্রী হরদীপ সিং পুরী আজ নতুন দিল্লিতে দেশের প্রথম যাত্রীবাহী ফ্লেক্স ফুয়েল গাড়ির যাত্রার সূচনা করেছেন। মারুতি সুজুকি এই গাড়িটি তৈরি করেছে। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী শ্রী নীতীন গড়করিও উপস্থিত ছিলেন। ফ্লেক্স ফুয়েল গাড়িতে জ্বালানি হিসেবে ২০ শতাংশ ইথানল ও ৮০ শতাংশ পেট্রোলের মিশ্রণ যেমন ব্যবহার করা যাবে, পাশাপাশি সম্পূর্ণ ইথানল দিয়েও এই গাড়ি চলবে। শ্রী পুরী বলেন, এর মধ্য দিয়ে ভারতের জ্বালানি ব্যবহারের এক নতুন যুগের সূচনা হল। বর্তমানে দেশে প্রায় ৩৭ লক্ষ যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচল করে। দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির উচ্চাকাঙ্খা এর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়।

শ্রী পুরী বলেন, ২৮ ফেব্রুয়ারী পশ্চিম এশিয়া সংঘাত শুরু হওয়ার আগে ভারতে আমদানী করা রান্নার গ্যাস হরমুজ প্রণালী দিয়ে আসত। দেশের ১৪০ কোটি মানুষের জ্বালানির চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পেট্রোলিয়াম আমদানি করে দেশ এই চাহিদা পূরণ করছে।বিশ্বজুড়ে অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেও ভারত অশোধিত তেল, রান্নার এবং প্রাকৃতিক গ্যাস নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রহ করছে। সারা পৃথিবীর তুলনায় এদেশের সবথেকে কম জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে।

পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী তাঁর বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। তিনি ব্রাজিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি ব্যবহার করে গাড়ি চালানোর প্রসঙ্গটিও উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, ভারতে জ্বালানি হিসেবে ইথানলের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিনি এবং ভুট্টার সাহায্যে ইথানল তৈরি করা হচ্ছে। কৃষক, ইথানল উৎপাদক, তেল বিপণন সংস্থা, গাড়ি নির্মাণ সংস্থা, বিজ্ঞানী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে একযোগে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে কৃষিকাজের পর প্রাপ্ত খুদ গুঁড়ো, বর্জ্য কৃষিজ পদার্থ, বাঁশ এবং সি উইড ব্যবহার করে এদেশে ইথানল তৈরি করা হচ্ছে।

২০২৩-২৪ অর্থ বর্ষে পেট্রোলে ইথানল মেশানো হত ১.৫ শতাংশের কম। ২০২৫-২৬ অর্থ বর্ষে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০ শতাংশে পৌঁছেছে। নির্ধারিত সময়ের ৫ বছর আগেই এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা গেছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বর্ষে ইথানল সংগ্রহের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৮ কোটি লিটার। আজ তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪২১ কোটি লিটারে পৌঁছেছে। মন্ত্রী বলেন, যদি নতুন ২ এবং ৪ চাকার গাড়িগুলির ৫০ শতাংশও ফ্লেক্স ফুয়েল ব্যবস্থাপনায় চলে তাহলে আরও ৩১১ কোটি ৮০ লক্ষ ইথানলের প্রয়োজন হবে। কৃষকরাও ১২,৪০৩ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় করবেন।

নীতি আয়োগ সরকারিভাবে ইথানল ভিত্তিক ফ্লেক্স ফুয়েল গাড়িকে বিশেষ শ্রেণিভুক্ত যানবাহনের স্বীকৃতি দিয়েছে। ৮৫ শতাংশ ইথানল ব্যবহারকারী গাড়িগুলিকে কার্বন নিঃসরণ মুক্ত গাড়ির তকমা দেওয়া হচ্ছে। দেশের দূষণ সমস্যা নিয়ন্ত্রণেও ফ্লেক্স ফুয়েল গাড়ি সহায়ক হবে।

সম্প্রতি ফ্লেক্স ফুয়েল চালিত হিরো মোটকোর মোটর সাইকেল রাস্তায় নেমেছে। আর আজ মারুতি সুজুকির চার চাকার এই গাড়ি নামল।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(ছাব্বিশতম পর্ব)

আমি লখিন্দরকে ফিরিয়ে দিতে পারি, যদি চাঁদ আমার পুজো করে।' বেহুলা তাতে রাজি হল, এবং বললো, তাহলে তোমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে আমার শ্বশুরের সব কিছু। ফিরিয়ে দিতে হবে তাঁর পুত্রদের, তাঁর সমস্ত বাণিজ্যতরী। রাজি হলো মনসা। মনসা সব ফিরিয়ে দিলো, বেঁচে উঠলো লখিন্দর, ভেসে উঠলো চোদ্দ ডিঙ্গা। চাঁদ পাগলের মত ছুটে এলো বেহুলার কাছে। কিন্তু এসে যেই শুনলো যে তাকে মনসার পুজো করতে হবে, তখন তার সকল আনন্দ নিভে গেলো, সে দৌড়ে স'রে গেলো সব কিছুর

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে ধুন্ধুমার কাণ্ড, কলাকুশলীদের উপর ডিম, ইটবৃষ্টি, কারণ কী?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিজেপি বিধায়ক পাপিয়া অধিকারীর হাত ধরে টলিপাড়ার দীর্ঘদিনের চেনা সাংগঠনিক সমীকরণ বদলাতে চলেছে। বুধবার (৩ জুন) টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে বৈঠকে একগুচ্ছ ঘোষণা দেন প্রবীণ অভিনেত্রী তথা বিজেপি বিধায়ক। যেখানে জানানো হয়, এবার থেকে টলিউডের কলাকুশলীরা নিয়ন্ত্রিত হবেন দিল্লি থেকে।এই বড়সড় রদবদলের পরেই বৃহস্পতিবার সকালে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছিল। তাতেই ধুন্ধুমার কাণ্ড। পূর্ববর্তী শাসনামলে থাকা ফেডারেশনের ম্যানেজার মহম্মদ হাসান এবং গিল্ডের সহসম্পাদক বাবাইয়ের অবিলম্বে পদত্যাগের দাবি জানানো হয়। কিন্তু কেউই পদত্যাগ করতে রাজি না হওয়ায় ঝামেলা শুরু হয়। একদল তাঁদের পদত্যাগের দাবি তোলে, অন্যরা তাঁদের সমর্থন করে। সেই নিয়ে টেকনিশিয়ানরা বিভক্ত হয়ে যায়। দাবি তোলেন এই

এরপর ৬ পাতায়

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

একজন মা কী করে তাঁর সন্তানকে এমন অভিশাপ দিতে পারেন, তা ভেবে পান না সূর্য্য। সন্ধ্যার কাছে সব জানতে চান তিনি। সূর্যের জেরায় ভেঙে পড়ে তাঁকে সব জানান সন্ধ্যা। শনির ওপর এতদিন এত অন্যায় হয়েছে বুঝতে পেরে নিজের ভুল স্বীকার করেন সূর্য্য।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৩ পাতার পর)

২০ মিনিটে বহিষ্কার 'অবৈধ', সংখ্যার জোরেই বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত!

করে দিয়েছে সিআইডি । স্পিকার রথীন্দ্র বোস এই সই-বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলে বলেন, 'এর আগে দলের তরফে আসা চিঠিতে বিধায়কদের স্বাক্ষর নিয়ে সমস্যা ও ধোঁয়াশা ছিল। আমরা সেই বিষয়টিও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য ইতিমধ্যেই সিআইডি-র হাতে তুলে দিয়েছি।'গত কয়েকদিন ধরে রাজ্য রাজনীতির অলিন্দে ঘুরপাক খাওয়া এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে এবার সরাসরি ময়দানে নামলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ (স্পিকার) রথীন্দ্র বোস। আইন ও বিধানসভার নিয়মের ব্যাখ্যা দিয়ে তৃণমূল নেতৃত্বকে কার্যত নজিরবিহীন বার্তা দিলেন তিনি।

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলবিরোধী কাজের অভিযোগে মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু স্পিকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তৃণমূলের সেই বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত আদতে নিয়ম মেনে করা হয়নি। ঘাসফুল শিবিরের অস্বস্তি বাড়িয়ে স্পিকার বলেন 'দলের সংবিধান অনুযায়ী, ওই বহিষ্কারের চিঠি মোটেও বৈধ নয়। কাউকে দল থেকে বের করতে হলে প্রথমে শোকজ (কারণ দর্শানোর নোটিস) করতে হয়, তাঁকে উত্তর দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় দিতে হয়। একদিনেই দুম করে কাউকে এভাবে বহিষ্কার করা যায় না। তাছাড়া, ঋতব্রতদের পক্ষে পর্যাপ্ত বিধায়ক সংখ্যা রয়েছে। তাই সমস্ত দিক বিবেচনা করেই আমি তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছি।'

ঋতব্রতকে ঠেকাতে তৃণমূলের তরফে বিরোধী দলনেতা পদের জন্য যে পাল্টা প্রস্তাব ও চিঠি পাঠানো হয়েছিল, তাও স্পিকারের দরবারে নাকচ হয়ে গিয়েছে। অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, তৃণমূলের দেওয়া ওই চিঠিতে মারাত্মক আইনি ও প্রযুক্তিগত ত্রুটি ছিল, যার ফলে সেটি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। নিজের নিরপেক্ষ অবস্থান স্পষ্ট করে স্পিকার বলেন, 'আমি সম্পূর্ণ আইন মেনে কাজ করেছি। কোনও কিছু বেশিও করিনি, আবার কমও করিনি।'

এই পুরো নাটকের মধ্যেই সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে তিনি স্পষ্ট করে দেন, উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এন্টালির বিধায়ক সন্দীপন সাহার করা গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতেই এবার পাল্টা বিপাকে পড়তে চলেছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

২৮ লক্ষের বেশি মহিলার অ্যাকাউন্টে টাকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পশ্চিমবঙ্গে নতুন বিজেপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর একের পর এক নতুন সিদ্ধান্তের ঘোষণা করা হচ্ছে। এবার রাজ্যের মহিলাদের জন্য চালু হওয়া অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বড় আপডেট দিল সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, ২৮ লক্ষেরও বেশি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এই প্রকল্পের টাকা পাঠানো হবে।এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ও অগ্নিমিত্রা পাল জানান, 'মা ক্যান্টিন'-এর নাম বদলে 'মা আহার' করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৯০টি স্টল রয়েছে, ভবিষ্যতে আরও ১১০টি স্টল খোলা হবে। পাশাপাশি সপ্তাহে দু'দিন মাছ এবং দু'দিন ডিম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রতি বছর ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পালন করা হবে। সীমান্তে

কাঁটাতারের বেড়া তৈরির জন্য জমি দেওয়ার প্রস্তাবেও অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য সরকার।তবে তার আগে আবেদনপত্র জমা দিয়ে যাচাই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে।

অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে কী জানাল সরকার?

মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পাওয়ার পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত জানানো হয়। ভিডিওর মাধ্যমে দেখানো হয় কীভাবে ফর্ম পূরণ করতে হবে এবং কীভাবে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছবে।

সরকারের দাবি, প্রথমে নতুন করে ফর্ম নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু পরে যাচাই করতে গিয়ে দেখা যায়, আগের সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে বহু ভুয়ো অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছেছে। সেই কারণেই এবার নতুন করে আবেদনপত্র জমা এবং তথ্য যাচাই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, ইতিমধ্যেই ফর্ম বিলি শুরু হয়ে গেছে। পাশাপাশি মঙ্গলবার থেকেই যোগ্য উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় এমন অনেকের নাম সামনে এসেছে, যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় নেই, অথচ তাঁরা বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছিলেন। এই ধরনের সমস্যা এড়াতেই নতুন করে যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সরকারের হিসাব অনুযায়ী, ২৮ লক্ষ ২৫ হাজারের বেশি মহিলা অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় আসবেন। আগামী তিন মাস ধরে ফর্ম জমা ও যাচাইয়ের কাজ চলবে। এছাড়াও প্রতি সাত দিন অন্তর উপভোক্তাদের তালিকা সংশোধন করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

গ্রেফতার হবেন মমতা?
দেশবিরোধী মন্তব্যের অভিযোগে ফের দায়ের এফআইআর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়ের হল এফআইআর। জনসভায় দেওয়া বক্তব্যকে কেন্দ্র করে নতুন বিতর্কে জড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দেশবিরোধী মন্তব্যের অভিযোগে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।২ জুন রানি রাসমণি রোডে এই উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে জড়িয়ে এই মন্তব্য করেছিলেন তিনি। সেই মন্তব্যের জেরেই তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কী পদক্ষেপ নেয়, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিরোধীরা বিষয়টি নিয়ে সরব হলেও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, এক সপ্তাহ আগেই, অর্থাৎ গত মাসের শেষেও এই আইনজীবী রিঙ্কি সিং চট্টোপাধ্যায় শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আরও একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। যা ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় সৃষ্টি হয়।জানা গিয়েছে, রিঙ্কি সিং চট্টোপাধ্যায় এই অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর কথায়, বাংলাদেশের এক হত্যাকাণ্ড ঘিরে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুই দেশের মধ্যে সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করেছিলেন। সেই কারণেই বিষয়টি নিয়ে আইনি অভিযোগ জানানো হয়েছে।জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি বলেন, ‘এক সময় বাংলাদেশের একটি বহুল আলোচিত হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ টাস্ক ফোর্স গ্রেফতার করেছিল। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়াও দেখা গিয়েছিল। তিনি দাবি করেন, ওই ব্যক্তিরা মেঘালয় সীমান্ত পেরিয়ে বাংলায় প্রবেশ করেছিলেন এবং পরে রাজ্যের নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, এতদিন বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলেননি তিনি। তবে সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কারণে এবার মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর দাবি, এই ঘটনার বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্তরের উচ্চপদস্থ মহলের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছিল এবং বিষয়টি প্রকাশ্যে না আনার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কাকে দিয়ে খুন করিয়েছিলেন, কার কার নাম বেরিয়েছিল আমি সব জানি। আমার হৃদয় সত্য ভান্ডার।’

(4 পাতার পর)

টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে ধুন্ধুমার কাণ্ড, কলাকুশলীদের উপর ডিম, ইটবৃষ্টি, কারণ কী?

বাবাইরাই বহুদিন ধরে টলিউডে ব্যান কালচার চালিয়ে যাচ্ছেন। ওদের সরিয়ে দিতে হবে। কেউ দাবি তোলেন, বিদায়ী নেতারা বহিরাগতদের টলিউডে ঢুকিয়ে নোংরামি করেছেন। টলিউডকে দুর্নীতিমুক্ত করার দাবি তোলেন। আর অন্য পক্ষ বাবাইদের সমর্থন করে জানান, ফলাফলের দিন বিজেপি হয়ে যাওয়া টেকনিশিয়ানরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। এই নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে চরম বিবাদ হয়। পরিস্থিতি হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়। ইট বৃষ্টি হয়, কাঁচা ডিম ছোঁড়া হয়। ঘটনায় স্টুডিওপাড়া আতঙ্কিত হয়ে পড়তেই পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।পুরোনো ফেডারেশন ভেঙে গড়ে তোলা হবে নতুন কনফেডারেশন। সেই ঘোষণার ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই বৃহস্পতিবার (৪ জুন) সকাল থেকে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি টলিউডে। রণক্ষেত্রের রূপ নিল টেকনিশিয়ান্স স্টুডিও। সঙ্গে চলল ইট বৃষ্টি। আসলে কাজ পাওয়া এবং পদ ধরে রাখার জন্যই দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল বিবাদের সৃষ্টি হয়। শেষমেষ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। টলিউড থেকে ‘বিশ্বাস ব্রাদার্স’-এর চিহ্ন একেবারে মুছে ফেলতে গতকাল টালিগঞ্জে স্টুডিওপাড়ার বৈঠকে ‘ফেডারেশন অফ টেকনিশিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া’ ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন পাপিয়া অধিকারী। ‘ব্যান কালচার’ বন্ধ করতে ২৬ টি গিল্ড কমিয়ে মাত্র ৪ টি বিভাগে এনে ‘ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স অ্যান্ড কালচারাল কনফেডারেশন’ গঠনের কথাও জানিয়ে দেন তিনি। পাশাপাশি আরও জানান, টলিউডে এবার SIR প্রক্রিয়া চালু হবে। কেবল যোগ্য আর বৈধ টেকনিশিয়ানরাই কাজ পাবেন। যারা টাকা দিয়ে কাজ পেয়েছেন, তাঁদের ‘ডি কিউব’ নীতির মাধ্যমে বিদায় করা হবে। পাশাপাশি কিছুজনকে তাঁদের পদ ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বিদায়ী সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের জমানার আর্থিক অনিয়ম খতিয়ে দেখা হবে, সেটাও জানিয়েছেন তিনি। টলিউডের দুই অযোগ্য টেকনিশিয়ানের বিরুদ্ধে তাঁর কাছে রিপোর্ট জমা পড়েছে সেটাও জানিয়ে দিয়েছেন পাপিয়া অধিকারী।

সিনেমার খবর

এলিয়েন থ্রিলার 'সামুক'-এর প্রধান চরিত্রে অক্ষয় কুমার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘদিন পর বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা অক্ষয় কুমারের হরর-কমেডি ঘরানার সিনেমা 'ভূত বাংলা' বক্স অফিসে দারুণ সাফল্যের মুখ দেখে। এরপর এই অভিনেতার নতুন সিনেমা 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' নিয়ে আবারও বলিউডে আলোচনা শুরু হয়।

জনপ্রিয় 'ওয়েলকাম ফ্র্যাঞ্চাইজি'র এই নতুন কিস্তিটি জঙ্গলভিত্তিক একটি বড় বাজেটের কমেডি– অ্যাডভেঞ্চার চলচ্চিত্র। সম্প্রতি প্রকাশিত পোস্টারে সিনেমাটির স্টাইল, বিশাল আয়োজন এবং একাধিক তারকাসমৃদ্ধ অভিনয়শিল্পীদের আভাস পাওয়া গেছে। এর মধ্যে হররের পর এবার এলিয়েন থ্রিলার মুভি 'সমুক'-এর প্রধান চরিত্রে হাজির হচ্ছেন অক্ষয় কুমার। এরই মধ্যে তিনি ছবিটির প্রযোজক বিপুল অমৃতলাল শাহের সঙ্গে কাজ করছেন। ভারতের সবচেয়ে বড় এলিয়েন অ্যাকশন স্পেকট্যাকল হিসেবে পরিচিত এই ছবিটি সহ-প্রযোজনা করছেন আশিন এ শাহ। আগামী বছরে ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

নির্মাতারা একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, 'সমুক' ছবিটি আন্তর্জাতিক মানের সারভাইভাল হরর এবং এলিয়েন থ্রিলারের সমন্বয়ে নির্মিত হচ্ছে। এটি পরিচালনা করবেন কনিষ্ক ভার্মা।

ছবিটি সম্পর্কে অক্ষয় কুমার জানান, তিনি নতুন একটি সিনেমার কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে উচ্ছ্বসিত। 'সমুক'-এর চিত্রনাট্য এবং বিষয়বস্তু আমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। এলিয়েন থ্রিলার আমার জন্য এবং আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের জন্যও একটি সম্পূর্ণ নতুন ঘরানা। আমি এটি নিয়ে খুব উত্তেজিত।

নির্মাতাদের লক্ষ্য হলো বাস্তবসম্মত অ্যাকশন গল্পের সঙ্গে ব্যবহারিক স্পেশাল এফেক্টস এবং উচ্চমানের ভিজ্যুয়াল ওয়ার্ল্ড-বিল্ডিং-এর সমন্বয় ঘটিয়ে ভারতীয় বাণিজ্যিক সিনেমাকে একটি অনাবিষ্কৃত ঘরানায় নিয়ে যাওয়া। অন্যদিকে নির্মাতা বিপুল অমৃতলাল শাহ বলেন, আমরা সবসময় বিভিন্ন শিল্পকর্মের মাধ্যমে নিজেদেরকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করি। 'সামুক' এমন একটি কাজ যা ভারতীয় সিনেমা আগে কখনও করেনি। আমাদের লক্ষ্য দর্শকদের জন্য একটি বিশ্বমানের এলিয়েন থ্রিলার তৈরি করা।

পরিচালক ভার্মা বলেন, এলিট সিকিউরিটি ফোর্স এবং আইকনিক সাই-ফাই হরর সিনেমার প্রতি তার মুগ্ধতা থেকেই এই প্রজেক্টটি অনুপ্রাণিত। তিনি উল্লেখ করেন, এসপিজি জগৎ এবং 'এলিয়েন' ও 'প্রেডেটর'-এর মতো সারভাইভাল থ্রিলারের প্রতি আমার ভালোবাসা থেকেই 'সামুক'-এর জন্ম। অক্ষয় স্যারের সঙ্গে সেই প্রভাবগুলোকে একত্রিত করাটা ছিল এক পরাবাস্তব অভিজ্ঞতা। আমি সবসময় চেয়েছিলাম সেটে প্রাণীটিকে যেন শারীরিকভাবে বাস্তব মনে হয়। সেই পুরনো দিনের স্পর্শকাতর ভয়ই 'এলিয়েন'-এর মতো সিনেমাকে কালজয়ী করে তুলেছে।

এদিকে অক্ষয়ের আসন্ন ছবিটিতে হলিউড ফ্র্যাঞ্চাইজি ফিল্মমেকিংয়ের একটি বড় আন্তর্জাতিক টেকনিক্যাল টিমও একত্রিত হয়েছে। প্রশংসিত ক্রিয়েচার এফএক্স ডিজাইনার অ্যালেক গিলিস সিনেমার এলিয়েন প্রাণীটির ডিজাইন ও তৈরির জন্য এই প্রজেক্টে যোগ দিয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে অ্যাকশনের তত্ত্বাবধান করবেন ব্রিটিশ স্টান্ট কো-অর্ডিনেটর লুক টাম্বার।

'অ্যানিমেল' সিনেমায় ববির চরিত্র নিয়ে যা বলেছিলেন বাবা ধর্মেন্দ্র

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

'অ্যানিমেল' সিনেমার বিপুল সাফল্য এবং এতে তার ভূমিকার জন্য বলিউড অভিনেতা ববি দেওল ছিলেন চর্চায়। এ সিনেমায় তার ভূমিকা মাত্র কয়েক মিনিটের হলেও কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করা রণবীর কাপুরকেও ছাপিয়ে গিয়েছিলেন।

ববি এ সিনেমায় খলঅভিনেতার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সিনেমাটি বক্স অফিসে ব্যাপক সাফল্য লাভ করে। কিন্তু বাবা ধর্মেন্দ্র তার অভিনয় নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা জানিয়েছেন, 'অ্যানিমেল' সিনেমায় তার ভূমিকার প্রভাব নিয়ে তার বাবা ধর্মেন্দ্র প্রথমে সন্দিহান ছিলেন।

মুচকি হেসে বাবার স্মৃতিচারণ করে ববি দেওল বলেন, বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করতেন— তুমি কি খলনায়ক? তোমার ভূমিকাটা কী? তবে সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার পর এবং অনলাইন ও প্রেক্ষাগৃহে এটি যে বিপুল সাড়া পেয়েছিল, তাতে বাবা তার ছেলের সাফল্যে খুব গর্বিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'ভালোবাসার এই জোয়ার দেখে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন।'

সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে স্ক্রল করতে এবং ভক্ত-অনুরাগীদের প্রতিক্রিয়া পড়তে ভালোবাসতেন ধর্মেন্দ্র। ববি বলেন, বাবা আমাকে বলেছিলেন— লোকেরা তোমার জন্য পাগল হয়ে গেছে। আমি খুব খুশি যে তিনি আমার জীবনের এই পর্যায় দেখেছেন।

বছরের পর বছর সংগ্রামের পর বাবা-মাকে সুখী দেখতে পাওয়াটা তার প্রত্যাবর্তন যাত্রার অন্যতম আবেগঘন মুহূর্ত ছিল বলে জানিয়েছেন সময়ের আলোচিত অভিনেতা ববি দেওল।

তিনি বলেন, 'অ্যানিমেল' সিনেমার পর তিনি যে ভালোবাসা পেয়েছেন তা বিশেষ ছিল। কারণ এটি এসেছিল দীর্ঘ সময় ধরে চলা তার ক্যারিয়ারের নানা বাধার পর।

এ অভিনেতা বলেন, আমার কাছে আমার বাবা এমন একজন ছিলেন, যাকে গোটা বিশ্ব খুব ভালোবাসত। বাবা ছিলেন বিশেষ। তার মতো আর কেউ হতে পারবে না। তার মতো আর কেউ আসতেও পারবে না।

তিনি বলেন, আমি সবসময় সেই অনুভূতিটা পেতাম, কিন্তু যখন তিনি চলে গেলেন, শুধু আমরাই নই গোটা বিশ্ব ভীষণ দুঃখ আর কষ্ট পেয়েছিল। বাবা এমনই ছিলেন।

অনিশ্চয়তায় সালমানের 'মাতৃভূমি'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারত-চিন সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে নির্মিত বলিউডের একাধিক ছবি এখন সেন্সর ও নীতিগত জটিলতার মুখে পড়েছে। তার মধ্যেই সবচেয়ে আলোচিত প্রকল্প সালমান খানের বহু প্রতীক্ষিত ছবি 'মাতৃভূমি: মেই ওয়ার রেস্ট ইন পিস' (Maatrubhumi: May War Rest in Peace) ঘিরে অনিশ্চয়তা আরও বেড়েছে। প্রথমে ১৭ এপ্রিল মুক্তির কথা থাকলেও এখনও ছবিটি মুক্তি পায়নি। শোনা যাচ্ছে, এর একাধিক অংশ নতুন করে শুট করতে হচ্ছে।

এই একই সমস্যার মুখে পড়েছে আরও একটি ভারত-চিন সংঘর্ষভিত্তিক সিনেমা 'দ্য লায়ন অব গালওয়ান' (The Lion of Galwan)। ছবিটি গালওয়ান উপত্যকার ২০২০ সালের সংঘর্ষে শহিদ বীর চক্র প্রাপ্ত সৈনিক গুরতেজ সিংয়ের জীবনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আপাতত প্রজেক্টটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে।

প্রযোজক ও অভিনেত্রী ভাগ্যশ্রীয়ের স্বামী হিমালয় দাসানি জানিয়েছেন, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে গল্প নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। তিনি বলেন, 'এখন ভারত-চিন সম্পর্ক আগের তুলনায় অনেক ভালো। তাই স্ক্রিপ্ট নতুনভাবে তৈরি করতে হবে। শুটিংয়ের আগে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্ক্রিপ্ট জমা দিতে হবে। সেখান থেকে আমাদের জানানো হয়েছে, ছবিতে সরাসরি চিন-বিরোধী বিষয় রাখা যাবে না।'

তিনি আরও জানান, 'যদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনই না মেলে, তাহলে গালওয়ানের গল্প বলার মানে থাকে না। কারণ লড়াইয়ের বাস্তব দিক বা সংঘর্ষের কারণই যদি দেখানো না যায়, তাহলে ছবির উদ্দেশ্যই হারিয়ে যায়। তাই আপাতত প্রকল্পটি স্থগিত।'

অন্যদিকে, সালমান খান গত বছরের শেষ দিকে জন্মদিনে ছবির প্রথম ঝলক প্রকাশ করেছিলেন, যেখানে তাকে লাদাখ সীমান্তে এক সেনা কর্মকর্তার চরিত্রে দেখা যায়। কিন্তু টিজার প্রকাশের পরই চিনের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম 'গ্লোবাল টাইমস' অভিযোগ তোলে যে ছবিতে তথ্য বিকৃত করা হয়েছে। এরপর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, এই ধরনের সিনেমা নির্মাণের সঙ্গে সরকারের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। এরপর থেকেই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে।

শোনা যাচ্ছে, ছবির কিছু অংশ নতুন করে শুট করা হচ্ছে। নির্মাতারা বিতর্ক এড়াতে ছবিতে সরাসরি চিনের নাম ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এর পরিবর্তে প্রতীকী বা পরোক্ষভাবে দেশটির উল্লেখ রাখা হতে পারে, যেমন অতীতে কিছু ছবিতে 'পড়শি দেশ' ব্যবহার করা হয়েছিল।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, ছবিটি এখনও সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পায়নি। নির্মাতারা এটিকে ওটিটিতে নয়, প্রেক্ষাগৃহেই মুক্তি দিতে চান। তবে সেন্সর ছাড়াও ভারতীয় সেনাবাহিনী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন হতে পারে বলে জানা গেছে।

বিশ্বকাপের আগে হঠাৎ সিদ্ধান্ত, যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে মেক্সিকোকে বেছে নিল ইরান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপকে সামনে রেখে প্রস্তুতিতে বড় পরিবর্তন এনেছে ইরান জাতীয় ফুটবল দল। পূর্বঘোষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনার টুসনে ক্যাম্প করার কথা থাকলেও, শেষ পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্ত বদলে মেক্সিকোকে বেছে নিয়েছে তারা।

ইরান ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি মেহেদি তাজ বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, ফিফার অনুমোদন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে মেক্সিকোয় ক্যাম্প স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে।

বিশ্বকাপের তিন আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো জুড়ে দলগুলো যখন নিজেদের বেস ক্যাম্প নির্ধারণ করছে, তখন ইরানের এই সিদ্ধান্ত বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তা উদ্বেগকে সামনে রেখেই এই পরিবর্তন এসেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ফেডারেশন সভাপতি মেহেদি তাজ বলেন, বিশ্বকাপের বেস ক্যাম্প ফিফার অনুমোদিত হতে হয়। ইস্তাম্বুলে বৈঠক এবং তেহরান থেকে ফিফার সঙ্গে ভার্চুয়াল আলোচনার পর মেক্সিকোতে ক্যাম্প নেওয়ার আবেদন অনুমোদন পায়।

নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, মেক্সিকোর তিজুয়ানা শহরে ঘাঁটি গড়বে ইরান দল, যাকে ফুটবল বিশ্বে টিম মেল্লি নামে ডাকা হয়। ক্যালিফোর্নিয়া সীমান্ত সংলগ্ন হওয়ায় যাতায়াতে সুবিধা পাবে দলটি। একই সঙ্গে সেখানে জিমনেসিয়াম, রেস্তোরাঁসহ আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা জটিলতাও এড়ানো সম্ভব হবে। প্রয়োজনে সীমান্ত ব্যবহার করে যাতায়াতের পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানা গেছে।

এবারের বিশ্বকাপে ইরান গ্রুপ জি তে খেলবে। গ্রুপ পর্বে তাদের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড, বেলজিয়াম ও মিশর। ১৫ জুন নিউজিল্যান্ড, ২১ জুন বেলজিয়াম এবং ২৬ জুন মিশরের বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা।

টানা চতুর্থবারের মতো বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে ইরান। আগের আসরগুলোতে গ্রুপ পর্ব পেরোতে না পারলেও, এবার নতুন প্রস্তুতিতে সেই লক্ষ্য পূরণের আশায় রয়েছে দলটি।

লিভারপুলকে সবসময় ভালোবাসব ও সমর্থন দেবো: সালাহ

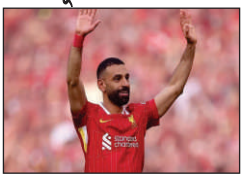

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লিভারপুলে শেষ হচ্ছে মোহাম্মদ সালাহর ৯ বছরের বর্ণাঢ্যময় ক্যারিয়ারের। এই লম্বা সময়ের মধ্যে সবচেয়ে হতাশা আর যন্ত্রণার সময় কেটেছে চলতি মৌসুমে। কেবল ২৬টি লিগ ম্যাচ খেলেছেন, গোল করেছেন মাত্র সাতটি। গত ডিসেম্বরে দলের বাজে পারফরম্যান্সের পর বেঞ্চ গরম করতে হয়েছিল, তারপর বাদও পড়েন দল থেকে। তখনই কোচ আর্নে স্লটের সঙ্গে তার বিবাদের কথা প্রকাশ্যে আসে।

যদিও দুজনের মধ্যে সেই বিবাদের অবসান হয়েছে। তারপর পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে ক্লাবের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির ঘোষণা দেন সালাহ। শেষটা ভালো না হলেও মিসরীয় ফরোয়ার্ড লিভারপুল ও এর সমর্থকদের প্রতি অনুভূতির কথা ব্যক্ত করলেন।

আগামীকাল রবিবার ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে লিভারপুলের শেষ ম্যাচ। বিদায়ী ম্যাচের আগে তাদের সর্বকালের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় বললেন, লিভারপুলের জন্য ভালোবাসা ও সমর্থন সবসময় থাকবে।

সব প্রতিযোগিতা মিলে লিভারপুলের হয়ে ৪৪১ ম্যাচ খেলে ২৫৭ গোল ও ১১৯ অ্যাসিস্ট সালাহর। জিতেছেন প্রিমিয়ার লিগ ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ।

বিদায়বেলায় লিভারপুলের প্রতি নিজের আবেগের ঝাঁপি খুলে দিলেন। ক্লাবের প্রযোজিত একটি ভিডিও চিত্র 'সালাহ: ফেয়ারওয়েল টু দ্য কিং'-এ তিনি বললেন, 'ক্লাবটি আমার কাছে সবকিছু, এর মানুষগুলোও। শহরও আমার অনেক আপন। আমি সবসময় এই ক্লাবকে ভালোবাসব। সবসময় একে সমর্থন দেবো।'

তিনি আরও বলেন, 'আমার কাছে এটাই সবকিছু। এই ক্লাবে দীর্ঘদিন থাকলে ভক্তদের কাছ থেকে ভালোবাসা ও মূল্য অনুভব করবেন। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। দলের ও তাদের জন্য যা করেছি তার স্বীকৃতি দিয়েছে সবাই। এর অনুভূতি বিশেষ। আমি অভিভূত। এখানে খুব বেশি খেলোয়াড় ৯ বছর খেলার সুযোগ পায়নি এবং আমার মতো পারফর্ম করতে পেরেছে কিংবা এই প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকাকালে উপভোগ করেছে।'

সালাহ শেষ করলেন এভাবে, 'তাই, এটি একটি পরম আশীর্বাদ এবং এমন কিছু যা আমি কখনোই অবহেলা করি না বা হালকাভাবে নিই না।'

হালান্ডদের পেছনে ফেলে মৌসুমসেরা ব্রুনো ফার্নান্দেজ

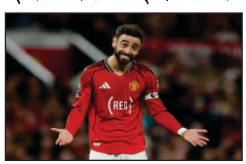

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেজ জিতেছেন প্রিমিয়ার লিগের মৌসুমসেরা ফুটবলারের পুরস্কার। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে দলকে লিগের তৃতীয় স্থানে তুলে আনার পাশাপাশি সহায়তার রেকর্ড ছুঁয়ে এই স্বীকৃতি পেলেন পর্তুগিজ মাঝমাঠের তারকা।

চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত ২০টি গোলের সহায়তা করেছেন ব্রুনো। এর মাধ্যমে তিনি প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে এক মৌসুমে সর্বোচ্চ সহায়তার রেকর্ড স্পর্শ করেছেন। এর আগে এই রেকর্ড ছিল আর্সেনালের সাবেক তারকা থিয়েরি অঁরি এবং ম্যানচেস্টার সিটির সাবেক প্লেমেকার কেভিন ডি ব্রুইনার দখলে।

মৌসুমসেরা হওয়ার দৌড়ে ব্রুনোর সঙ্গে ছিলেন আর্সেনালের গ্যাব্রিয়েল, দাভিদ রায়া ও ডেকলান রাইস, ম্যানচেস্টার সিটির এরলিং হালান্ড, নটিংহ্যাম ফরেস্টের মরগান গিবস-হোয়াইট, ব্রেন্টফোর্ডের ইগর থিয়াগো এবং আঁতোয়ান সেমেনিও।

চলতি মৌসুমে সবচেয়ে বেশি সুযোগ তৈরি করেছেন ব্রুনো। তার তৈরি করা সুযোগের সংখ্যা ১৩২। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা লিভারপুলের ডমিনিক সোবোসলাই তৈরি করেছেন ৮৯টি সুযোগ।

এর আগে চলতি মাসেই ফুটবল লেখক সমিতির বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কারও জিতেছেন ব্রুনো। এছাড়া পঞ্চমবারের মতো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের 'স্যার ম্যাট বাসবি বর্ষসেরা খেলোয়াড়' পুরস্কারও নিজের করে নিয়েছেন তিনি।

মৌসুমের শেষ ম্যাচে ব্রাইটনের বিপক্ষে মাঠে নামবে ইউনাইটেড। সেই ম্যাচে আর একটি সহায়তা করতে পারলেই প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে এককভাবে সর্বোচ্চ সহায়তার রেকর্ড গড়বেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ।

এরপর বিশ্বকাপে পর্তুগালের জার্সিতে খেলবেন এই মাঝমাঠের তারকা। আগামী ১৭ জুন কঙ্গোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে পর্তুগাল। পরে তাদের প্রতিপক্ষ উজবেকিস্তান ও কলম্বিয়া।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR